COLLEGE NAM - RAMSADAY COLLEGE
CONTENT TYPE - pdf
DEPARTMENT - BENGALI
TEACHER - AMITABHA BANDYOPADHYAY
CAPTION - BANGLA GADYA O PRABANDHA SAHITYER BIKASE RAMMOHAN RDYER ABODAN
(BENGALI-HONS; CC-2-3-TH-TU MOD: 3)

বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদান

রামমোহন রায় বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মচেতনা বিকাশের অগ্রদূত। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই হাতে; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতপথিক আখ্যা দিয়েছেন। বাংলার সমাজ সংস্কারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিশারি রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ লেখনীর স্পর্শেই বাংলা গদ্য স্বতন্ত্র পথের সন্ধান পায়। প্রখর যুক্তি, শানিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বিচার-বিতর্ক মৌলিক চেতনা – এই নিয়েই রামমোহনের বাংলা গদ্য আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের পথনির্মাণের সূচনা করে।

রামমোহন রায়ের রচনাগুলিকে দুটি ধারায় বিন্যস্ত করা যায়।

১) ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা।
২) সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা।

রামমোহন রায়ের প্রথম রচনা বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫) একেশ্বরবাদকে সমর্থনে রচিত। এর মধ্যে বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা বাক্য-বিন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন তিনি। একনজরে রামমোহন রায়ের রচনার বিষয়ভিত্তিক ও কালানুক্রমিক তালিকাটি এইরকম:

ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা

i) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
ii) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)
iii) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)
iv) 'ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্বাদ (১৮২১)

সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা

i) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)
ii) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯)
iii) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০

Scanned with CamScanner

ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা	সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা
v) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২)	iv) পথ্য প্রদান (১৮২৩)
vi) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩)	v) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬)
vii) গুরুপাদুকা (১৮২৩)	vi) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬)
viii) প্রার্থনা পত্র (১৮২৩)	
ix) ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮)	
x) অনুষ্ঠান (১৮২৯)	

এছাড়াও রাজা রামমোহন 'কেনোপনিষৎ' (১৮১৬), 'ঈশোপনিষৎ' (১৮১৬), 'কঠ ও মাণ্ডুক্য' (১৮১৭), 'মুণ্ডকোপনিষৎ' (১৮১৯) অনুবাদ করেন। রচনা করেন 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮)। তাঁর রচিত 'Bengali Grammar in the English Language (১৮২৬) গ্রন্থটি স্কুল বুক সোসাইটি রামমোহনের মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে প্রকাশ করে।

সমকালীন বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা - বিতর্কের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করা, মৌলিক চিন্তাধারাকে গদ্যে প্রকাশ করা, বিষয় ও তার উপস্থাপনার সংগতির ভিত্তিতে বাংলা গদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা রামমোহনের সবচেয়ে বড় অবদান। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সেই ভাষার যে একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে - শৈলী আছে - ব্যুৎপত্তি আছে সেটি রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার যথার্থ প্রকাশ ~~তিনি~~ তাঁর গদ্যরচনায় নিহিত। যে গদ্যভাষা একদিন "মুখ-বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল। উপনিষদের কর্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন" ~~বলি~~ বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। উত্তরকালের বিদগ্ধ আলোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও যথার্থই বলেছেন:

> "বাংলা গদ্য তাঁর আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। ...
> শাস্ত্রের তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সাহায্য ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্য তিনি (রামমোহন) বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিক্‌নির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করিবেন।"

Scanned with CamScanner